

(শিশু নাটক)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

আষাঢ়—১৩৩৮

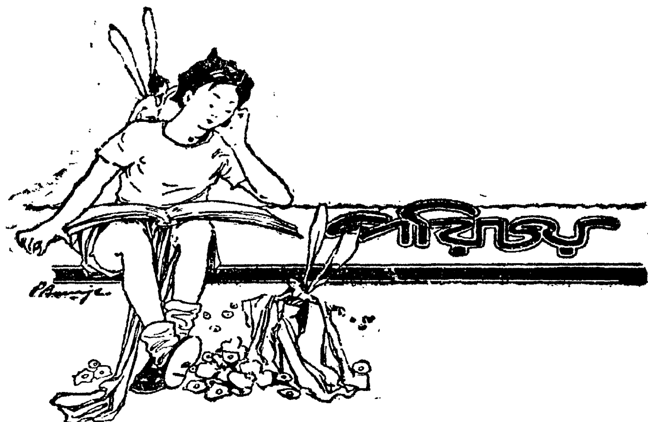
(গানগুলি সুকবি শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর রচিত)

দাম ছ' আনা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা



প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা



রাজা যযাতি	অযোধ্যার রাজা
মন্ত্রী	ঐ মন্ত্রী
কুলগুরু	রাজা যযাতির গুরু
রাজ পুরোহিত	রাজা যযাতির পুরোহিত
সিদ্ধান্ত	অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ
শ্রীনাথ	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
বল্লভ	ঐ দ্বিতীয়পুত্র
কুশধ্বজ	ঐ সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র
শেঠ্‌জী	সুদখোর ধনী মহাজন

সুমন্ত্র সারথি, ভিক্ষুক নারায়ণ, দেহরক্ষক সৈন্যগণ, প্রতিহারী, অমাত্যবর্গ, রাজভৃত্যগণ।

উজ্জ্বল দৃশ্য

(কুশধ্বজ ও কয়েকটি ঋষিবালকের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

ঘট্ ভ'রে চল্ জল আনি ভাই,
চট্ ক'রে আজ চল্,
রঙীন-উষায় লাল হোল আজ
নীল দরিয়ার জল।

আলো ছায়ার পথ্‌টি দিয়ে
ঘাট্ পানে চল্ ঘট্‌টি নিয়ে,
কাটব সাঁতার এপার ওপার
প্রাণ হবে শীতল।

মাখব মোরা ফুলের রেণু,
পরব ফুলের মালা,—
সোহাগ-মদে ভরব মোরা
কৃষ্ণচূড়ায় ডালা।

পদ্ম-মধু পান করে' ভাই
বাড়ীর পানে ফিরব সবাই,
'প্রণব' নাদে ভরব দিশি,—
করব কোলাহল।

কুশধ্বজ



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ক্ষুদ্র পল্লী ; সিদ্ধান্তের পর্ণ কুটীর।

সময়—অপরাহ্ণ। সিদ্ধান্ত ও মন্ত্রী উপবিষ্ট।

মন্ত্রী।—ব্রাহ্মণ! এখনো সময় আছে, এখনো ভেবে দেখ যে, কি কঠিন কাজে তুমি উদ্যত হয়েছ!

সিদ্ধান্ত।—মন্ত্রিবর! মহারাজ যযাতির বেতনভোগী কর্ম্মচারী আপনি। রাজার কাজে বেরিয়েছেন, তাঁর মন রক্ষা কর্ত্তে হবে। পিতৃভক্ত রাজা তাঁর পিতার স্বর্গকামনায় যজ্ঞ কচ্ছেন—আট বছরের ব্রাহ্মণ বালককে সেই যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিয়ে হোম নির্ব্বাণ করতে হবে, এই হচ্ছে তাঁর বিধান। তাই আজ আপনার কর্ত্তব্য, সমস্ত বিশ্ব-সংসার খুঁজে দেখ্‌তে হবে কোথায় কোন্ ব্রাহ্মণ কোটি স্বর্ণ মুদ্রার লোভে তাঁর শিশু-পুত্রকে বলি দিতে প্রস্তুত। খুঁজে এসেছেন সকল পৃথিবী। কিন্তু বলুন তো মন্ত্রীমশাই, এক

এই সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণকে ছাড়া অর্থ-পিশাচ পুত্র বিক্রেতা আর একটি ব্রাহ্মণও পেয়েছেন কি ? আপনার একমাত্র আশাস্থল আমি, মহারাজ যযাতির যজ্ঞে প্রধান আহুতি হবে আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু। তবে আবার আমাকেও অমন ভাবে বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন কেন ?

মন্ত্রী।—কেন সেকথা জিজ্ঞেস কচ্ছ ব্রাহ্মণ ?—সিদ্ধান্ত! আজন্ম ভিখারী তুমি, জীর্ণ কুটীরে তোমার বাস। সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রত্যহ অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তোমাকে তোমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে। দৈন্য যার জগতে এত বড় সমস্যা, কোটি স্বর্ণ মুদ্রার প্রলোভন যে তার কাছে কত উঁচু, কত বিশাল—সেকথা আমি বেশ্‌ বুঝতে পারি। কিন্তু একটা কথা আমি তবু বুঝতে পারিনি' ব্রাহ্মণ! —সেটা হচ্ছে, টাকার লোভ কি এত বড় যে বুক থেকে ছিনিয়ে মানুষ তার সোনার চাঁদ ছেলেকে ঘাতকের হাতে তুলে দিতে পারে ? ছিঃ! ব্রাহ্মণ! তুমি এমন পশু!—

সিদ্ধান্ত।—মন্ত্রীমশাই! আপনি সব বুঝতে পারেন, ভান কচ্ছেন! রাজকার্য্যে আপনার অসাধারণ দখল থাকতে পারে' আমি তা' স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু, দৈন্যের ব্যথা আপনি কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নি' সেকথা আমি খুব জোর গলায় চেঁচিয়ে

বল্‌তে পারি। জানেন মন্ত্রীমশাই, আমার আজকের ইতিহাস কি জানেন? চারিটি নয়, পাঁচটি নয়, কেবল তিনটি ছেলে আমার। সেই কাল্ দুপুরে একবার তাদের মুখে একমুঠো ক'রে ভাত দিতে পেরেছি। তারপর হতে আজকে এই এতটা সময়—প্রায় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত—তাদের মুখে একটা ক্ষুদকণাও দিতে পারি নি; বাছারা আমার দুপুরের পর হতে এর মাঝে তিন তিনবার এসেছে—ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন কাতরভাবে তার প্রভুর মুখের দিকে তাকায়, তেম্নিভাবে আমার দিকে তাকিয়েছে—কিন্তু, মন্ত্রীমশাই! ওহোঃ—হোঃ!

মন্ত্রী।—থাক্ ব্রাহ্মণ! আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি কাতর হয়ো না আর,—আর বল্‌বার দরকার নেই।

সিদ্ধান্ত।—না, তা' হ'বে না। সব কথা আপনাকে আজ শুন্‌তেই হবে মন্ত্রী মশাই! কিসের কাতরতা? আজ পাষাণে বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছি—নিজের সন্তানকে নিজে বলি দিতে উদ্যত হয়েছি। কাতরতা!—কোথায় কাতরতা?—শুনুন্ তবে তিন তিনবার ছেলেরা আমায় "বাবা!" ব'লে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে, পেটের ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে নিজের চোখে তা' দেখেছি। কিন্তু তা দেখেও অব্রাহ্মণের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, মিথ্যে কথা ব'লে, মিথ্যে

আশায় মুগ্ধ ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি। এই শুধু আমার একদিনের ইতিহাস। কিন্তু আমার সমস্ত জীবন এমনধারা অসংখ্য দৈন্যের ইতিহাসে ভরপূর।

মন্ত্রী।—বুঝেছি ব্রাহ্মণ! তুমি পিশাচ নও। কেবল ঘটনাচক্রে তোমাকে আজ এমন কাজে উদ্যত হ'তে হয়েছে।

সিদ্ধান্ত।—দৈন্যের জ্বালা যে কত ভীষণ, কত দুঃসহ, তা' ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো বুঝ্‌বার শক্তি নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর—সারাজীবন অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে আমাদের দিন কেটেছে। নিজে কঙ্কালসার হয়েছি,—ব্রাহ্মণী ব্যারামে ভুগ্‌ছেন, মুমূর্ষু—আর ছেলেগুলির খেলাধূলা, হাসি তামাসা ক্রমশঃই যেন মলিন ও নিষ্প্রভ হ'য়ে নিভে আস্‌ছে। এসমস্তই আমার দৈন্যের ফল।

মন্ত্রী।—ব্রাহ্মণ! অতীতের চিন্তা ক'রে আর বৃথা কেন কষ্ট ভোগ কচ্ছ? কাল পর্য্যন্ত তুমি দরিদ্র ছিলে, কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্ত হ'তে তুমি রাজার কৃপায় একজন বিশিষ্ট ধনী।

সিদ্ধান্ত।—হাঁ, মন্ত্রীমশাই! সে কথা আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। 'রাজার কৃপায়'?—হাঁ, রাজার কৃপায়

বটে, কারণ এই কোটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁহারই রাজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু এই কৃপা লাভ কর্ত্তে মহারাজকে যে কি মহামূল্য দিতে হচ্ছে, সেটাতো আপনার অজানা নেই মন্ত্রীমশাই !

মন্ত্রী।—না, তা' আমার ভালো রকমই জানা আছে। নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে তুমি তাকে যজ্ঞের শিখায় আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছ !

সিদ্ধান্ত।—হাঁ, প্রস্তুত হয়েছি। অম্লান বদনে আমার দুধের ছেলে—আট বছরের সুকুমার শিশু কুশধ্বজকে—আমার সংসারের একটা উজ্জ্বল আনন্দকে—আপনার হাতে সঁপে দিচ্ছি, যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য। নিয়ে যান মন্ত্রী মশাই, তাকে নিয়ে যান। খুব সাবধানে নিয়ে যাবেন, যেন সে পালিয়ে আস্‌তে না পারে। যজ্ঞের আগুন দেখে ভয় পেয়ে সে যদি চেঁচিয়ে ওঠে, মুখে কাপড় পূরে তার কথা বল্‌বার শক্তি বন্ধ ক'রে দেবেন। যদি সে ভয়ে পিছিয়ে যায়, তাকে জোর করে আগুনে ঠেলে দেবেন। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যেই—

(সিদ্ধান্তের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সে চক্ষু মুছিয়া ঢোক গিলিল। মন্ত্রীর চক্ষু অশ্রু-সজল। তিনিও কাতরভাবে চোখ মুছিলেন।)

মন্ত্রী।—ব্রাহ্মণ! রাজার যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাক্, সেও ভালো; তবু আমি তোমার বুক থেকে ছেলে কেড়ে নিতে চাই না।

সিদ্ধান্ত।—সে হয় না মন্ত্রীমশাই! অনেক কল্পনা করেছি, অনেক সুখের চিন্তা করেছি, আবার পেট পূরে খাব, সবাইকে পেট পূরে খাওয়াব'; দুঃখ দারিদ্র্যের কোন ব্যথাই আর আমাদের বুকে বাজ্‌বে না—এমন ধারা অনেক কিছু কল্পনা আমাকে তোলপাড় করে ফেলেছে। আপনি এক মুহূর্ত্তে তা ভেঙ্গে দেবেন না মন্ত্রীমশাই! আমি কুশধ্বজকে খবর পাঠাচ্ছি। তিন তিনবার সে খেতে এসে ফিরে গিয়েছে—নিরাশ হয়ে হয়তো খেলার মাঠে যেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনি সে এসে পড়বে মন্ত্রীমশাই! আপনি ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। আসুন মন্ত্রীমশাই, আমার সঙ্গে আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সিদ্ধান্তের বাগান, নানারকম শাকসব্জীতে ভরপূর।

(সিদ্ধান্ত ও তৎপশ্চাতে মন্ত্রীর প্রবেশ। সিদ্ধান্তের হাতে দুইখানা আসন।)

সিদ্ধান্ত।—আসুন মন্ত্রীমশাই, এই নির্জ্জন বাগান আমাদের গুপ্ত পরামর্শের বেশ উপযুক্ত হবে। (আসন পাতিয়া) বসুন আপনি, কুশধ্বজ এখনি এসে পড়্বে।

মন্ত্রী।—কিন্তু রাজী হলে তো হয়? তুমি তাকে বিক্রী কচ্ছ এবং কি জন্য বিক্রী কচ্ছ, তা' যদি সে বুঝ্তে পারে তবেই হয়তো একটা গোল পাকিয়ে তুলবে।

সিদ্ধান্ত।—না, মন্ত্রীমশাই! কুশধ্বজ আমার তেমন ছেলে নয়। অতি পুণ্যের ফলে এমনধারা দু'একটি ছেলে কদাচিৎ আমাদের মত দরিদ্রের ঘরে এসে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কি করব মন্ত্রীমশাই? অদৃষ্টের দোষে আজ তাকেও বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হচ্ছি।

নেপথ্যে।—ঠাকুর! ও সিদ্ধান্ত ঠাকুর! বাড়ী আছ?

সিদ্ধান্ত।—(চমকিত হইয়া) ঐরে সেরেছে! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

মন্ত্রী।—কেন ? কেন ব্রাহ্মণ ? ও কে ডাক্‌ছে তোমায় ? কেন ডাক্‌ছে ?

সিদ্ধান্ত !—সে কথা আর জিজ্ঞেস্‌ কচ্ছেন কেন মন্ত্রী-মশাই ? সে একজন প্রসিদ্ধ ধনী, নাম তার শেঠ্‌জী। কুক্ষণে তার কাছ থেকে কিছু ধার করেছিলুম, এখন তারই ফলভোগ কচ্ছি আমি। এই ঋণ, আর এই যমের তাগিদ, মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।

নেপথ্যে।—ওগো কর্ত্তা ! বড় যে ফিস্‌ ফিস্‌ আওয়াজ হচ্ছে, অথচ সাড়া দিচ্ছ না ! বলি ব্যাপারখানা কি হে !

সিদ্ধান্ত।—আসুন, আসুন শেঠজী, ভিতরে আসুন।

(শেঠ্‌জীর প্রবেশ)

শেঠ্‌জী।—হাঁ, তাতো আস্‌বো নিশ্চয়ই। কিন্তু কি হচ্ছে তোমার ? চুপি চুপি এই খানটায় বসে কি কচ্ছ ? বাড়ী পেরিয়ে এসেছ তো এই নির্জ্জন জঙ্গলের ভিতর। কেন, শেঠ্‌জী যাতে কোন খোঁজ না পায়, সেই তো মৎলবখানা তোমার ?

সিদ্ধান্ত।—আজ্ঞে না শেঠ্‌জী। বিশেষ একটু কাজে এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে একটা পরামর্শের জন্যে এখানে এসেছি। আপনাকে ফাঁকি দেবার জন্যে নয়।

শেঠ্জী।—আর নয় কি ঠাকুর? ফাঁকি তো দিচ্ছ আজ দু'বছর যাবৎ। তিন গণ্ডা পয়সা ধার নিয়েছ আজ প্রায় তিন বছর হ'তে চল্ল। ফি মাসে তিন আনা সুদ হিসেব করে দেখতো কত টাকায় দাঁড়িয়েছে! অথচ একটা পয়সা দেবার নাম নেই! তুমি তোমার ভদ্দর লোকের সঙ্গে লুকিয়ে বসে দিব্বি পরামর্শ কচ্ছ। কি পরামর্শ তোমাদের? আবার কাউকে মোটা টাকাটা ফাঁকী দেবে সেই পরামর্শ হচ্ছে তো?

সিদ্ধান্ত।—শেঠ্জী, আপনি আমাকে যা ইচ্ছে তা' বলতে পারেন, কিন্তু ইনি একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ওঁকে এমন ভাবে—

শেঠ্জী।—আর রেখে দাও তোমার এমন ভাবে! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল ছাড়া আর জুটবে কোত্থেকে? তোমার বন্ধুটির গায়ে তো দিব্বি সাজ পোষাক, তার একটা ফেলে দিলেও তো আমার টাকাটা মিটে যেতো। তা' কর্‌বার নাম নেই, পরের টাকা কিনা, তাই আর দেবার নামটি হচ্ছে না। আবার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে 'বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি', জোচ্চোরের দল কোথাকার?—

মন্ত্রী।—সাবধান শেঠ্জী! মুখ সামাল্ করে কথা বলো। এত বড় অভদ্র তুমি যে, একটা অপরিচিত লোক;

দেখেও তুমি কিছুমাত্র সংযত হচ্ছ না, তুমি আমাকেও জোচ্চোর ডাক্‌তে সাহসী হচ্ছ! খবর্দ্দার উল্লুক!

শেঠ্‌জী।—কে গো তুমি আকাশের চাঁদ? জোচ্চোরই যদি না হও তবে ভালয় ভালয় তোমার বন্ধুর টাকা ক'টা ফেলে দিলেই তো চুকে যায়। আবার ভয় দেখানো হচ্ছে আমাকে? আমি শেঠ্‌জী—কত শত লোককে আমি হাবু-ডুবু খাওয়াই, আর ইনি কিনা সেই আমাকে—

সিদ্ধান্ত।—শেঠ্‌জী, আপনি যা' তা' বল্‌বেন না। আপনাকে অনুনয় করে বলছি, আপনি আমার অতিথিকে অপমান করবেন না। আপনার টাকা শোধ দেবার বন্দোবস্ত কচ্ছি শেঠ্‌জী! আপনি বিশ্বাস করুন। আমাকে আর এক দিনের সময় দিন। শুধু একদিন। তবু আমার অতিথিকে অপমান কর্ব্বেন না।

শেঠ্‌জী।—আরে রেখে দাও তোমার 'অতিথি!' ওসব ছাগল-গাধাকে যদি—

মন্ত্রী।—চোপ্‌ রও উল্লুক! রসো, দেখাচ্ছি তোমাকে মজা।— (হঠাৎ দুইবার হাততালি দিলেন মন্ত্রীর দেহরক্ষক সৈনিকের প্রবেশ)

শেঠ্‌জী।—(ভীত ও কাতরভাবে) ও বাবা! এ কেরে

বাবা! দোহাই বাবা তোমার! (মন্ত্রীর নিকট হাতজোড় করিয়া) আমার ঘাট হয়েছে, আর কোন্ আহাম্মুক তোমাকে গাল দেয়? (সৈনিকের দিকে তাকাইয়া) ওরে বাবা! এ যে তক্‌মা-আঁটা, খোলা তরোয়াল হাতে জঙ্গী সিপাই বাবা! আমায় ক্ষমা করো বাবা! তোমার পায়ে পড়ি; দোহাই বাবা! আমায় ক্ষমা কর। (শেঠ্‌জী মন্ত্রীর পায়ের উপর ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া গেল।)

মন্ত্রী।—(শেঠ্‌জীকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ফেলিয়া) যা, তবে পালা উল্লুক, পালা হতভাগা।

শেঠ্‌জী।—এই যাচ্ছি বাবা! আর কোন হতভাগা তোমাদের কাছে আসে!

(উঠিয়া বেগে প্রস্থান)

মন্ত্রী।—(সৈনিকের প্রতি) যাও জয় সিং, বাইরে অপেক্ষা কর।

সৈনিক।—যো হুকুম।

(কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান)

মন্ত্রী।—ব্রাহ্মণ! এই তোমার উত্তমর্ণ? এত বড় জংলী, এমন অসভ্য তোমার এই শেঠ্‌জী!

সিদ্ধান্ত।—আপনি বল্‌তে পারেন মন্ত্রীমশাই! কিন্তু

আমি তার সমালোচনা কর্ত্তে অক্ষম। ঋণের দায়ে আমি তার কাছে কেনা হয়ে আছি, জিভ্ আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কাজেই কোনরকম মতামত প্রকাশ কর্ত্তে আমি অক্ষম।

মন্ত্রী।—বুঝেছি সিদ্ধান্ত! তোমার দৈনিক দুঃখ কাহিনীর মধ্যে একটা জিনিষ আজ আমি নিজের চোখে দেখে যাচ্ছি। যাক্, কুশধ্বজ যদি রাজী হয়, তা'হলে তোমার আর কোন দুঃখুই থাক্‌বেনা। ওরকম দু'চারটে শেঠ্‌জীকে তুমিই তখন কেনা-বেচা কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু কই? তোমার ছেলেরা তো কেউ আস্‌ছে না ব্রাহ্মণ!

সিদ্ধান্ত।—(নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া) ঐ যে ছেলেদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

(নেপথ্যে) বাবা! তুমি আমায় ডেকেছ? কি খাবার এনেছ আজ? দাও বাবা, শীগ্‌গীর খেতে দাও। আর যে থাক্‌তে পাচ্ছি না আমি।

(কুশধ্বজের প্রবেশ, তৎপশ্চাতে তাহার বড় ভাই দুটিও প্রবেশ করিল।)

কুশধ্বজ।—বাবা! কাল রাত্তির হতে কিছুই খাই নি'। আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না। কৈ? কি খাবার এনেছ?

কোথায় খাবার ? খাবার কোথায় বাবা ? —একি ! তুমি কথা কইছ না কেন ? তোমার কি হয়েছে বাবা ? ইনি কে ? ইনি কি তোমায় গালমন্দ করেছেন ?

বল্লভ।—ওরে কুশে, তা' নয়রে, তা' নয়। দেখ্‌ছিস্ দু'জনারই চোখে জল। বাবার চোখে জল, আর এই ভদ্দর লোকের চোখেও জল দেখ্‌ছি। বাবা! কি হয়েছে তোমাদের ?

কুশধ্বজ।—তবু কথা কইছ না বাবা ? তবে ডেকেছ কেন আমায় ? আমি তো দিব্বি ঘুমিয়েছিলুম, তবে ডেকে পাঠালে কেন বাবা ? একি ?—তবু তুমি চুপটি ক'রে বসে আছ বাবা ? তোমার মাথা নীচু, চোখে জল ; মুখ তোমার কালো হয়ে গেছে ! বল, বাবা বল, কি এমন ব্যাথা তোমাকে আজ এমন করে আকুল ক'রে তুলেছে ? বল সব কথা খুলে বল। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, একটিবার সব কথা খুলে বল। আমি এতটুকু ব'লে ঘৃণা কচ্ছ তুমি ? তাই কি কিছুই আমাকে বল্‌তে চাও না ? কেন, আমি কি তোমার কোন উপকারই করতে পারি না ? আমার দ্বারা যদি সম্ভবপর হয়, আমি আমার জীবন দিয়েও তোমার দুঃখু দূর করব— এটা তুমি বেশ ভাল ক'রে জেনে রেখো বাবা !

সিদ্ধান্ত।—কুশধ্বজ ! সে কথা জানি বলেই আজ

তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি তো জান বাবা, অভাবের তাড়নায় কতদিন তোমাদিগকে না খেয়ে থাকতে হয়েছে। আমরাও অস্থিচর্ম্মসার হয়ে পড়েছি। কিন্তু আজ—আজ তুমি যদি স্বীকার কর, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে এক মুহূর্ত্তে আমরা সমস্ত দারিদ্র্য হ'তে মুক্তি লাভ করতে পারি। তাই তোমাকে ডেকেছি বাবা!

কুশধ্বজ।—বাবা! সে কি কথা!—আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের দারিদ্র্য দূর হ'তে পারে! একথার অর্থ কি বাবা? তবে কি আমায় বিক্রী ক'রে তোমাদের অভাব দূর করতে চাও? বেশ, তাই যদি হয়, তবে তা'তেও আমার আপত্তি নেই! আমি হাসি মুখে তা' স্বীকার কচ্ছি। কর বাবা, আমায় বিক্রী ক'রে সংসারের অবস্থা ভাল কর। আমি হাসিমুখে সম্মতি দিচ্ছি।

সিদ্ধান্ত।—আমি তাই করেছি কুশধ্বজ! এই আমার সম্মুখে মহারাজ যযাতির প্রধান মন্ত্রী ব'সে আছেন। তোমায় তাঁর হাতে সঁপে দিলে তিনি আমাকে এক কোটি মোহর দিবেন। এক কোটি মোহর! একটি দু'টি নয়, এক কোটি! সে যে কত বড় সম্পত্তি, তুমি তা' ভাল ক'রে বুঝতে পারবে না। তুমি—

বল্লভ।—আচ্ছা, এই মন্ত্রীমশাই আমাদের কুশেকে নিয়ে কি করবেন ?

সিদ্ধান্ত।—ওরে, সেটা আমি ভাল ক'রে বলতে পার্ ব না। আমার মুখ থেকে সেটা বেরুতে চায়নারে বল্লভ! সেটা আমি বল্ তে পারব না।

বল্লভ।—তবে মন্ত্রী মশাই! আপনিই একটু দয়া ক'রে সে কথাটা খুলে বলুন না কেন ? আমাদের কুশেকে দিয়ে আপনার কোন্ কাজটা হবে মন্ত্রী মশাই!

মন্ত্রী।—ব্রাহ্মণ! সিদ্ধান্ত! কিছুই গোপন কর্ বার আবশ্যকতা দেখ্ ছি না। সব কথা খুলে বলাই ভাল। ওহে বালক! আমাদের মহারাজ যযাতি খুব বড় একটা যজ্ঞ কচ্ছেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে তাঁর পিতার স্বর্গলাভ হ'বে। কিন্তু আট বছরের একটি ব্রাহ্মণ-বালককে যজ্ঞের আগুণে আহুতি দিয়ে তারপর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'বে। তাই মহারাজ ঘোষণা করেছেন, যে ব্রাহ্মণ তার আট বছরের পুত্রকে যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য আমাদের হাতে সঁপে দিবেন, তাঁকে তাঁর পুত্রের মূল্য বাবদ এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হ'বে।

বল্লভ।—কি ? আহুতি! আহুতি কি মশাই ? আগুণে

ফেলে দেওয়া ? বটে ! কুশেকে যজ্ঞে অহুতি !—বাবা ! তবে কি তুমি টাকার লোভে কুশেকে পুড়িয়ে মার্‌তে রাজী হয়েছ ? ছিঃ ছিঃ ! তুমিতো কখনো এমন ছিলে না বাবা ! এত বড় তোমার টাকার লোভ ! বল, বাবা বল, কি কর্‌বে তুমি অমন টাকা নিয়ে ?

সিদ্ধান্ত।—কি করব ? বল্লভ ! তোরা যখন ক্ষিদের জ্বালায় চট্‌ফট্‌ ক'রে আমার কাছে এসে দাঁড়াস্‌, তখন কেন তোদের মিছে কথা বলে তাড়িয়ে দিতে হয় তা' জানিস্‌ ?

বল্লভ।—খুব জানি বাবা, খুব জানি। তার কারণ হচ্ছে তুমি দরিদ্র। এই ত ?—কিন্তু তা' হলেও তুমি কত উন্নত, কত মহান্‌ ! এক মুঠো ভাতের জোগাড় হ'লেই তুমি নিজে না খেয়ে আমাদের খাইয়েছ ; জোগাড় না হ'লেও কত আশ্বাস দিয়ে, কত আশার বাণী শুনিয়ে আমাদের সবাইকে সজীব করে রেখেছ। সেই তুমি—অমন স্নেহময় তুমি আজ কুশেকে পুড়িয়ে মার্‌তে রাজী হয়েছ ? এ কি সম্ভব বাবা ?

মন্ত্রী।—নিতান্ত অসম্ভব হ'লেও তোমার পিতা তাতেই সম্মতি দিয়েছেন। বালক ! এর পরে কি তোমার সম্মতির জন্যও আমাদের অপেক্ষা কর্ত্তে হবে ?

কুশধ্বজ।—কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই মন্ত্রীমশাই! পিতা আমার যত কঠিন আদেশই করুন না কেন, তাই আমার শিরোধার্য্য। আমার দাদারা চিরদিনই আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি চলে গেলে তাঁদের প্রাণে বিষম আঘাত লাগবে। কাজেই তাঁরা যদি দু'একটি কড়া কথা বলেই ফেলেন, তবে তাঁদের ক্ষমা কর্‌বেন মন্ত্রী মশাই!

মন্ত্রী।—সিদ্ধান্ত! সোণার চাঁদ ছেলে তোমার। এমন ছেলের তুমি পিতা, তুমি যথার্থই ধন্য।

সিদ্ধান্ত।—মন্ত্রীবর! আমায় উপহাস করবেন না। স্বর্গের দেবতা শাপভ্রষ্ট হয়ে আমার কুটীরে এসে জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু এমন হতভাগা আমি যে, তাকে আগুনে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছি!

কুশধ্বজ।—তুমি কাতর হচ্ছ কেন বাবা? তুমিই তো শিখিয়েছ যে, মাঝে মাঝে নারায়ণ আমাদিগকে বিপদে ফেলে আমাদের ধৈর্য্য ও ভক্তির পরীক্ষা করে থাকেন। আমার তো মনে হচ্ছে বাবা, এও একটা বিষম পরীক্ষা মাত্র। তাই যদি না হয়, তবে আজ আমরা এমন অবস্থায় আসৃব কেন?

মন্ত্রী।—কুশধ্বজ! জীবনে অনেক লোক দেখেছি,

অনেক রকম কথা শুনেছি। কিন্তু তোমার কথাগুলি এমন মধুমাখা, যে তা' যেন প্রাণে কেমন একটা আনন্দ ঢেলে দেয়। তোমার মত ছেলে স্বর্গের পারিজাত। এমন একটি রত্নকে, এমন সোনার চাঁদ দেবশিশুকে, আমি আজ আমার এই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছি,—এযে আমার জীবনে কত বড় একটা অভিশাপ, তা' তোমায় কেমন করে' বুঝিয়ে বল্‌ব বাবা ?

(মন্ত্রী দুই হাতে তাঁহার চক্ষু মুছিলেন।)

যাক্, তা'হলে এ বিষয়ে তোমার সম্মতি আছে বলে আমি মেনে নিতে পারি, কুশধ্বজ ?

কুশধ্বজ।—হাঁ মন্ত্রীমশাই, আমি আহ্লাদের সহিত আমার সম্মতি দিচ্ছি। কেবল তাই নয়, আমার বড় দু' ভাই কাছে থাক্‌তে, ক্ষুদ্র আমি, আমার দ্বারা যে সংসারের এত বড় একটা উপকার হতে পারে, আপনি যে আমায় এমন একটা যোগ্যতা দিয়েছেন—আপনার অনুগ্রহে আমি যে এতটা উপযুক্ত বলে নিজকে প্রমাণ কর্‌বার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন মন্ত্রীবর !

বল্লভ।—ওরে সর্ব্বনেশে কুশে ! তবে কি তোরও

মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? আগুনে পুড়ে মরবার জন্য এত আগ্রহ তোর ! বেশ্, তবে তাই হোক্। মন্ত্রীমশাই ! শুধু কুশে নয়, কুশের সঙ্গে দয়া করে আমাকেও নিয়ে চলুন। আমিও আপনাদের যজ্ঞে আহুতি হ'ব মন্ত্রীমশাই !

মন্ত্রী।—তা' কি হ'তে পারে বল্লভ ? রাজার আদেশ, শুধু—অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালক যজ্ঞে আহুতি হ'বে। তার—চেয়ে কম বা বেশী বয়সের কোন বালককে আহুতি দেওয়া হ'তে পারে না। বিশেষতঃ একটিমাত্র বালক আমাদের প্রয়োজন। তোমাকে নিয়ে কি করব বল্লভ ?

বল্লভ।—আপনার পায়ে পড়ি মন্ত্রীমশাই, হয় আমার প্রাণের ভাই কুশেকে ছেড়ে দিয়ে যান, নয় আমাকে শুদ্ধ ওর সঙ্গে যেতে অনুমতি দিন। কুশেকে ছেড়ে আমি যে কোনরকমেই বেঁচে থাক্‌তে পার্‌ব না।

কুশধ্বজ।—কেন দাদা, অত কাতর হচ্ছ ? ঈশ্বরের বিধান, পিতার ইচ্ছা ও তোমাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ও ভালোবাসা মাথায় নিয়ে আমি আজ আত্মবলি দিতে যাচ্ছি। একটা আজন্ম দরিদ্রের সংসারে লক্ষ্মীর উজ্জ্বল শ্রী ফুটে উঠ্‌বে, ধন ধান্য ঐশ্বর্য্য সম্পদে তা'তে সোনার আলো হেসে

উঠ্‌বে—কিন্তু তা' সবই কেবল আমার আত্মবলির উপর নির্ভর কচ্ছে! এমন যে সুখের বলি, এমন যে গৌরবের মৃত্যু, আমাকে তা'তে বাধা দিওনা দাদা! তুমি ভালবেসে আমায় আশীর্ব্বাদ কর দাদা, আমায় বিদায় দাও।

(গান)

এবার আমি যাই—
পায়ের ধূলো দাও গো দাদা—সময় বেশী নাই।
মরণ সেতো সবার আছে
দু'দিন আগে দু'দিন পাছে—
যে মরণে গর্ব্ব আছে,—সেটাই আমি চাই।
পরের হিতে আত্মবলি—সহজ সে তো নয়—
মরণ হবে মনোহরণ,—কিসের মরণ ভয়?
স্মরণ করেন রাজা আমার ভাগ্য ভালো তাই—
এবার আমি যাই।

(কুশধ্বজ হাঁটু গাড়িয়া দাদার সম্মুখে ভূপতিত হইল)

বল্লভ।—আয় কুশে, আয় ভাই!—(কুশধ্বজকে বক্ষে জড়াইয়া) বিদায়?—তোর দাদার কাছে আজ তুই বিদায় চাইতে এসেছিস্ ভাই? কেমন ক'রে তোকে বিদায় দিবরে কুশে?—

কুশধ্বজ।—দাদা! তুমি যদি অমন ভাবে চোখের জল ফেল্‌তে থাক, তবে যে আমারও বুকটা দমে যাবে দাদা! আমার যে বুকটা তা' হ'লে নরম হয়ে যাবে। দাদা! ঐ দেখ, বাবার দিকে চেয়ে দেখ। তুমি কি মনে কর যে, বাবার কোন দুঃখু হচ্ছে না? তা' হ'লে সেটা তোমার একটা বিষম ভুল। বাবাকে সান্ত্বনা দাও, আর মাকেও সান্ত্বনা দিও দাদা! আমি যাচ্ছি, তোমরা রইলে। মার কাছে বিদায় চাওয়া হ'লনা। তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলেই গোলমাল বেধে যাবে। মা ও বাবার সেবার ভার এখন হতে তোমাদের উপর রইল। বড়্‌দা! তুমি যে কিছুই বল্‌ছ না?

শ্রীনাথ—কুশে! আমি অবাক্ হয়ে গেছি তোদের ব্যাপারখানা দেখে। আগুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে তোর এত আগ্রহ! আশ্চর্য্য বটে!—বয়সে তোর চেয়ে অনেক বড়; কিন্তু আজ তোর সাহস দেখে তোকে 'দাদা' বলে ডাক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। কুশে! একটা প্রশ্ন শুধু আমার বুকের দোরে বার বার এসে আঘাত কচ্ছে। সে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, বাবা কার ক্ষিদে মেটাবার জন্য এমন কাজে সম্মতি দিয়েছেন?—তিনি কি আমাদের

ক্ষিদেটা এত বেশী দেখেছিলেন যে, তার জন্য আজ তোকে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌তে তিনি রাজী হয়েছেন ? তিনি—

কুশধ্বজ।—দাদা ! তোমার—

শ্রীনাথ।—চুপ্ কর কুশে ! কোন দিন কথার অবাধ্য হস্‌নি।' চলে যাচ্ছিস্ আজ, জন্মের মত চলে যাচ্ছিস্ ; আজও আমার কথায় বাধা দিস্‌নে ভাই ! তোর সমুখে আজ বুক খুলে আমার শেষ কথাটা বলে নি'। অনেক কথা কইব জীবনে, কিন্তু তুই তো আর শুন্‌তে আস্‌বিনে। বাবা ! কুশের সাম্‌নে তোমাকে আজ দু' একটি কথা বল্‌ব, অপরাধ হ'লে আমার দোষ ক্ষমা করো বাবা ! ক্ষিদের জ্বালা সইতে না পেরে জীবনে অনেক দিন তোমাকে বিরক্ত করেছি, সে কথা সত্যি বটে। কিন্তু তুমি একদিনও কেন বল্লেনা যে, 'ওরে হতভাগা, যদি পেট পূরে খেতে চাস্, তবে কুশের মায়া ছেড়ে দে। পেট্‌পূরে খেতে হ'লে ওকে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌তে হ'বে। তা হ'লে—

কুশধ্বজ।—বড়্‌দা !—

শ্রীনাথ।—চুপ্ কর্ কুশে ! গলদটা কোথায়, তা' বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাবা ! তুমি যদি একবারও সে রকম আভাস দিতে,

তা হলে দেখ্‌তে তোমার শ্রীনাথ আর বল্লভ মাটি কামড়ে পড়ে থাকৃত, তবু একটা কাতর যন্ত্রণাও তাদের মুখ থেকে ফুটে বেরুত না, এক মুঠো ভাতের জন্যও তারা তোমাকে আর কিছুমাত্র বিরক্ত কর্‌ত না। কিন্তু সে কথা সোজাসুজি না ব'লে এ তুমি কেমন ব্যবস্থা কল্লে বাবা? কাল্‌কে তুমি যখন কোটি স্বর্ণমুদ্রার অধীশ্বর হয়ে শান্তিলাভের চেষ্টা কর্‌বে,—তোমার কুশে যে তখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বাবা!— (শ্রীনাথের পতন ও মূর্চ্ছা)

সিদ্ধান্ত।—ওরে শ্রীনাথ, শ্রীনাথ! কুশেরে আমার!—

(সিদ্ধান্তের মূর্চ্ছা)

কুশধ্বজ।—দাদা! দেখ, দেখ, বড়্‌দা ও বাবা বুঝি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। মার কাছে আর যাওয়া হ'ল না দাদা! তিনি তা' হলে কিছুতেই আমায় যেতে দিবেন না, আমার অভাবে তোমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিও দাদা! মন্ত্রীমশাই! আর দেরী কর্‌বেন না। চলুন, এই অবসরে আমাদের সরে পড়া ভাল।

মন্ত্রী।—চল তবে, চল বাপ্‌!—গোলাম আমি, হুকুমের চাকর। তাই আজ অমন ধারা কাজ কর্ত্তেও আমি বাধ্য। কিন্তু আমার কর্ম্মফল যাবে কোথা'? নরক—শত সহস্র

নরক—লক্ষ নরক আমার জন্য পরকালে অপেক্ষা কচ্ছে তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। চল, চল কুশধ্বজ, ঘাতকের সঙ্গে চল। সারথি! রথ সাজাও, এই মুহূর্ত্তে।

(নেপথ্যে)—যে আজ্ঞা।

(কুশধ্বজকে টানিয়া লইয়া মন্ত্রীর প্রস্থান)

বল্লভ।—কোথা' যাস, ওরে কুশে! সত্যি করেই চলে গেলি ভাই? কুশে!—কুশেরে আমার!—

(কুশধ্বজ ও মন্ত্রীর পশ্চাতে পাগলের মত বল্লভ বেগে বাহির হইয়া গেল!)





দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অযোধ্যার রাজসভা। সময়—সন্ধ্যা। মহারাজ
যযাতি, রাজ পুরোহিত, কুলগুরু ও অমাত্যবর্গ
আসনে উপবিষ্ট। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে
দেহরক্ষকগণ, ও দ্বারদেশে
প্রতিহারী দণ্ডায়মান।

যযাতি।—গুরুদেব! মন্ত্রী যে এখনও ফিরে এলেন না। আজ বহুদিন যাবৎ এই পুণ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়েছে; পিতার আদেশ—অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-শিশুকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ পরিপূর্ণ কর্ত্তে হ'বে, নৈলে তাঁর স্বর্গলাভ অসম্ভব। তাই একটি ব্রাহ্মণ-কুমারকে কিনে আন্‌বার জন্য আমার বহুদর্শী সুচতুর মন্ত্রীকে কোটি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু সেও যে আজ অনেক দিন! তবু কৈ? মন্ত্রী যে এখনো ফিরে এলেন না গুরুদেব!

কুলগুরু।—মহারাজ ব্রাহ্মণবংশে কে এমন চণ্ডাল আছে

যে, অর্থলোভে তার অষ্টমবর্ষীয় বালককে অগ্নিতে আহুতি দিতে সম্মত হ'বে ?

১ম অমাত্য।—এ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে মহারাজ !

যযাতি।—তবে উপায় ? আমার পিতার স্বর্গ কামনায় যে যজ্ঞের উদ্‌যাপন করেছি, তা'র কি সম্পূরণ করতে পারব না ? যাও, প্রতিহারী ! জেনে এসো, মন্ত্রী এখনও ফিরে এসেছেন কি ?

প্রতিহারী।—যে আজ্ঞে মহারাজ !

(অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।)

রাজ পুরোহিত।—মহারাজ ! বুঝ্‌তে পারি না যজ্ঞাধিপতি বিষ্ণুদেবের এ আবার কোন অপরূপ লীলা ! যা' তা' জিনিষ দিয়ে নয়, একটি অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-শিশুকে যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে। তা' নৈলে তাঁর যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হবে না ! ওকি ! ও কিসের শব্দ !—রথের শব্দ নয় !

২য় অমাত্য।—হাঁ মহারাজ ! রথের ঘর্ঘর শব্দই বটে। নিশ্চয়ই—

যযাতি।—প্রতিহারী।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী।—মহারাজ!—বায়ুবেগে রথ ছুটে আস্‌ছে। মন্ত্রিবর ও তাঁর কোলে একটি বালককে দেখা যাচ্ছে।

যযাতি।—(ব্যাকুলভাবে অতি আহ্লাদের সহিত) যাও, যাও প্রতিহারী, তাঁদের এখনই নিয়ে এসো।

প্রতিহারী।—যো হুকুম।

(অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল)

যযাতি।—(শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) দেখি এইবার পূর্ণ মনস্কাম! (করযোড়ে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে) পিতা! কতদিন? আর কতদিন তুমি এমন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে? আশীর্ব্বাদ কর পিতা, তোমারই আদেশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়েছে, আজ তার পরিসমাপ্তি হোক্, তোমারও অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক্।

(প্রতিহারীর সহিত মন্ত্রী, তৎপশ্চাতে
ম্লানমুখে কুশধ্বজের প্রবেশ।)

মন্ত্রী।—আর, এই রাজভৃত্য মন্ত্রীর অনন্ত নরক বাসের ব্যবস্থা হয়ে যাক্।

যযাতি।—সে কি কথা মন্ত্রিবর! আমার এই পুণ্যযজ্ঞে আপনি আমার প্রধান সহায়। আপনার মুখে এমন কথা কেন?

মন্ত্রী।—কেন ? তা' একবার এই বালকের চাঁদপানা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারপর বলুন মহারাজ! এমন দুগ্ধপোষ্য সুকুমার ব্রাহ্মণ বালককে যে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে আসে, তার বিধান কি স্বর্গ ? না নরক ?—

কুলগুরু।—বুঝেছি মন্ত্রী, কোথায় তোমার আঘাত। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন রাজা, তাঁর পিতার আদেশে। আর তুমি তার সাহায্য কচ্ছ কর্ত্তব্যের অনুরোধে। সুতরাং মুক্ত তুমি, পাপপুণ্যের বিচার হ'তে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। যাক্, এখন সে চিন্তার সময় নয়। (কুশধ্বজের প্রতি) এসো বালক। তুমি একবার এইখানে এসে ব'স দেখি।

(কুশধ্বজ কুলগুরুর পার্শ্বে যাইয়া বসিল)

(চিবুকে হাত দিয়া) আ মরি! মরি! স্বর্গ হ'তে একটা চাঁদের কণা যেন আজ এই রাজসভাতে খসে পড়েছে।

বালক! তোমার নাম ?

কুশধ্বজ।—শ্রীকুশধ্বজ দেবশর্ম্মা।

কুলগুরু।—তোমার পিতার নাম কি বালক ?

কুশধ্বজ।—আমার পিতার নাম শ্রীসিদ্ধান্ত দেবশর্ম্মা।

যযাতি।—পিতার নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' বলছ বালক!

তবে তিনি বেঁচে আছেন? পিতা বেঁচে আছেন, কোন্ প্রাণে তিনি সামান্য অর্থলোভে—

কুলগুরু।—মহারাজ! একি দুর্ব্বলতা!—আপনার পক্ষে—এমন দুর্ব্বলতা আজ শোভা পায়না মহারাজ! কর্ত্তব্য! শুধু কঠোর কর্ত্তব্যের কথা চিন্তা করুন রাজন!

মন্ত্রী।—হাঁ, ঠিক্ বলেছেন গুরুদেব! যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে—বৃদ্ধ আমি—পুত্রের পিতা হয়ে, আর এক হত-ভাগ্য পিতার বুক থেকে এমন একটা আনন্দের খনি কেড়ে নিয়ে এসেছি; যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে এর পীড়িতা মাতাকে না জানিয়ে চিরদিনের মত তার অন্ধের নড়িকে চুরি করে নিয়ে এসেছি; যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে এর অচৈতন্য পিতা ও এক ভ্রাতাকে অসহায় অবস্থায় রেখে, ও অপর ভ্রাতাকে কোনরূপে রথের চাকা হ'তে মুক্ত করে' পালিয়ে এসেছি,—সেই কর্ত্তব্য, সেই বজ্রের মত কঠোর কর্ত্তব্য আজ আপনাকেও দানব ক'রে তুলুক মহারাজ!

রাজপুরোহিত।—মহারাজ! বৃথা সময় নষ্ট ক'রে কোন লাভ নেই। অনুমতি হয় তো শুভকার্য্যের আয়োজন করা যেতে পারে।

যযাতি ।—গুরুদেব ! তা হ'লে আদেশ করুন—যজ্ঞসমাপ্তির উদ্যোগ করা যাক্ ।

কুলগুরু ।—হাঁ মহারাজ ! শুভমুহূর্ত্তে যজ্ঞ পরিপূর্ণ হোক্ । আমি স্বচ্ছন্দে তাতে অনুমতি দিচ্ছি ।

(কুশধ্বজের প্রতি) ওহে বালক, কুশধ্বজ ! তোমাকে যে কিজন্য এখানে আনা হয়েছে, তা' তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে ?

কুশধ্বজ ।—হাঁ ঠাকুর ! আমি তা' বেশ ভালরূপেই জানি এবং আমি সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি ।

কুলগুরু ।—উত্তম ! তবে শাস্ত্রীয় বিধান মতে তোমাকে এখন স্নান ক'রে মালাচন্দন ও পবিত্র বস্ত্রে সুশোভিত হতে হবে । তোমাকে তা'হলে এখন স্নান কর্ত্তে যেতে হয় বালক !

কুশধ্বজ ।—আপনারা যা' আদেশ করবেন তাই হবে গুরুদেব ! শুধু একটা প্রার্থনা আছে । যজ্ঞকুণ্ডে লাফিয়ে পড়বার আগে আমি একবার আমার মাকে জন্মের মত ডেকে নেব ।

কুলগুরু ।—আচ্ছা, তা' নিও । কিন্তু তার চেয়ে তোমার উচিত হবে যজ্ঞের অধীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর চরণে আত্মসমর্পণ করা ।

কুশধ্বজ।—সে কিরকম ক'রে করব গুরুদেব ? আমি যে মন্ত্র তন্ত্র, পূজাবিধি কিছুই জানিনা।

কুলগুরু।—কিছু দরকার নেই বালক! শুধু মুখের কথায়—একমনে তাঁকে ডেকে বলবে যে "হে নারায়ণ! তুমি আমাকে গ্রহণ কর,—সব দুঃখ, ফলাফল সমস্তই আজ তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছি,—আমার নিজকে তোমারই চরণে বিলীন করে দিচ্ছি ভগবন্!"

কুশধ্বজ।—গুরুদেব! কি সুন্দর আপনার উপদেশ!—প্রাণে আমার নূতন ঢেউ খেলে যাচ্ছে!—জয় গুরুদেব! জয় ভগবন! জয় নারায়ণ! জয় লক্ষ্মীনারায়ণ!

(কুশধ্বজ চক্ষু মুদিয়া ভক্তিভরে কপালে মাথা ঠেকাইয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। তৎপর চক্ষু খুলিয়া কহিল।)

প্রস্তুত! প্রস্তুত আমি গুরুদেব!

কুলগুরু।—উত্তম! প্রতিহারী! যাও বালককে নিয়ে যাও। স্নান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কার্য্য শেষ করে' একে যজ্ঞ কুণ্ডের কাছে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী।—যো হুকুম!

(কুশধ্বজকে লইয়া প্রস্থান। সভার সকলেই চক্ষু মুছিল।)

যযাতি।—চলে গেল। একটা বিদ্যুতের ছটা, করুণার প্রতিমূর্ত্তি, ভক্তির উৎস, প্রেমের দেবতা—বিশ্বের অপরূপ একটা সৌন্দর্য্য, আনন্দের জলধি এই বালক কুশধ্বজ! মুহূর্ত্তের মাঝে বুকের পাতে একটা অক্ষয় দাগ কেটে চলে গেল!

মন্ত্রী।—মহারাজ! দুর্ব্বল চিন্তা এসে আপনাকে ব্যাকুল করে ফেলেছে? কিসের চিন্তা! আট বছরের ব্রাহ্মণ-বালক যে দুর্ব্বলতা স্বেচ্ছায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে সে দুর্ব্বলতা কি আপনার পক্ষে শোভা পায় মহারাজ!

যযাতি।—স্বেচ্ছায় কি এসেছে এই বালক?

মন্ত্রী।—হাঁ মহারাজ! বালক স্বেচ্ছায় আপনার যজ্ঞে বলি হ'বার জন্য আত্মনিবেদন কর্ত্তে এসেছে। আজন্ম ভিখারী এই ব্রাহ্মণের সন্তান, পিতার দৈন্য দশা দূর করবার জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে নিয়েছে। যাক্ আর সে কথায় লাভ কি মহারাজ? অতীত যা' তা চলে গেছে। এখন শুধু বর্ত্তমান আমাদের সমুখে পড়ে আছে। কেবল বর্ত্তমান চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রাজ-পুরোহিত।—হাঁ মহারাজ! "গতস্য শোচনা নাস্তি," তবে আর ভেবে কি ফল? এতক্ষণে বালককে বোধ হয়

যজ্ঞ কুণ্ডের কাছে আনা হয়েছে। আমাদেরও এখন সেখানে যাওয়াই সঙ্গত।

যযাতি।—হাঁ। তবে তাই হোক্। চলুন তবে গুরুদেব! চলুন মন্ত্রীমশাই, আপনারা সবাই চলুন। এখন যজ্ঞ সমাপ্তির আয়োজন করা যাক্।

(রাজা গাত্রোত্থান করিলেন এবং অগ্রে কুলগুরু, রাজ-পুরোহিত তৎপশ্চাতে রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্যবর্গ সকলেই সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য। অযোধ্যা—প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রান্তর। তাহার এক দিকে চন্দ্রাতপের নীচে রাজা, মন্ত্রী, কুলগুরু, রাজপুরোহিত ও অমাত্যবর্গ সমাসীন। অপরদিকে দৃশ্যের বহির্ভাগে মুক্ত আকাশের নীচে প্রকাণ্ড যজ্ঞকুণ্ড। তাহার উজ্জ্বল আলোতে চন্দ্রাতপের নিম্নস্থ কিয়দংশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।]

(নেপথ্যে গান গাহিতে গাহিতে জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ)

(গান)

কিসের করিস ভয়
তোরা কিসের করিস ভয় ?
ওই চেয়ে ত্থাখ অভয় হাসি হাস্‌ছে জ্যোতির্ম্ময়।
দুর্দ্দিনে ওই চোখের জলে
কাঁদছে সবাই দলে দলে,
হাস্‌ছি আমি সুখের হাসি, নাই কিছু সংশয়।
অন্ধকারে ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
একতারাটি বক্ষে ধরে'—
কেবল, হাসি কেবল নাচি—জয় মৃত্যুঞ্জয়।

সবাই ঘৃণা করবে যারে
পরাই আমি মালা তারে,
ওদের যত জ্বালা আমার প্রাণের মাঝে রয়।

(গানের শেষ চরণ মিলিয়া যাইবার পূর্ব্বে গান শুনিতে শুনিতে কুশধ্বজের প্রবেশ। সে সবে মাত্র স্নান শেষ করিয়া মালা চন্দনে ও বহুমূল্য নূতন লাল পাট কাপড়ে সুশোভিত। বিপরীত দিক হইতে যজ্ঞকুণ্ডের উজ্জ্বল আগুণের ছটায় তাহার সমস্ত দেহ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কুশধ্বজের পশ্চাতে রাজভৃত্যগণ।)

ভিক্ষুক।—ভিক্ষা দাও বাবা আমি ভিক্ষুক।

কুশধ্বজ।—একি ঠাট্টা কচ্ছ ভিক্ষুক! দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে আমি। তোমায় আমি কি ভিক্ষা দিতে পারি? যাও, ঐ মহারাজ বসে আছেন—তাঁর কাছে যেয়ে ভিক্ষা চাও, খুসী হয়ে বাড়ী ফিরবে।

ভিক্ষুক।—সে হয়না বাবা! তা হলে যে তুমি ও এতক্ষণে খুসী হয়ে বাড়ী ফিরে যেতে। কই বাবা, তুমি তো খুসী হতে পারনি।

কুশধ্বজ।—কেমন করে বুঝ্‌লে আমি খুসী হতে পারিনি?

ভিক্ষুক।—বল্‌ছে তোমার চোখ মুখ, বল্‌ছে তোমার কথার স্বর। তা যাক, তোমার কাছে কি কিছুই নেই বাবা ?

কুশধ্বজ।—তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। এই পোষাক পরিচ্ছদ যা কিছু দেখ্‌ছ এ সমস্তই রাজভাণ্ডারের। আমার এতে কিছুমাত্র অধিকার নেই।

ভিক্ষুক।—আমায় মিথ্যা বলোনা বাবা! তবু তোমার একটা অমূল্য সম্পত্তি আছে—সেটি হচ্ছে তোমার প্রাণ, যার ভিতরে তোমার অনন্ত ভালবাসা লুকানো আছে।

কুশধ্বজ।—ভিক্ষুক! তোমার কথাগুলি হেঁয়ালীর মত, আমি পরিস্কার বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা। আমার প্রাণের কথা বল্‌ছ তুমি ? আমার প্রাণের মালিক এখন এই যজ্ঞদেবতা বিষ্ণু—স্বয়ং লক্ষীনারায়ণ। আমি তাঁকেই আমার প্রাণ নিবেদন কর্ত্তে যাচ্ছি।

ভিক্ষুক।—তবে তাই কর বালক, তাই কর। ভগবানের পায়ে প্রাণ ঢেলে দিতে যাচ্ছ, তবু তুমি ভিক্ষুক ? অসম্ভব কথা বালক! তুমি এখন রাজরাজেশ্বর। বল, বালক, বল —

ওঁ ধ্যায়েৎ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ,
সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্,
কিরীটী হারী হিরণ্ময় বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ।

(ভিক্ষুক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কুশধ্বজ সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহা আবৃত্তি করিয়া গেল)

ভিক্ষুক।—বল বালক, জয় নারায়ণ মধুসূদন, জয় লক্ষ্মীনারায়ণ হরি ! জয় গোবিন্দ মধুসূদন, জয় লক্ষ্মীনারায়ণ হরি !

(কুশধ্বজ মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় তাহা আবৃত্তি করিয়া গেল)।

ভিক্ষুক।—

(গান)

ধ্যান ভেঙ্গে আজ শুনতে পেলাম
ও কার প্রাণের গান !
তাইতো আমি রইতে নারি
আকুল করে প্রাণ।
ভক্ত যখন আকুল ডাকে
প্রাণের জনে ডাক্‌তে থাকে।
গল্‌বে তখন কঠোর হৃদয়,
টল্‌বে আসনখান্।

খোঁজ পেয়েছি সেই জনারে
প্রাণ দিয়ে যে ডাক্‌তে পারে,
আজকে হতে ঘুচে যাবে
সকল ব্যবধান্,
ধরায় নেমে আসবে এখন
প্রেমের ভগবান্।

(গাহিতে গাহিতে চকিতের মধ্যে ভিক্ষুক অদৃশ্য হইয়া গেল।)

কুশধ্বজ।—একি আশ্চর্য্য! কে এই ভিক্ষুক?

কুলগুরু।—(তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া) বালক কুশধ্বজ! তোমার মহা-সৌভাগ্য আজ। নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষুক-বেশী দেবতা আজ তোমাকে ধ্যানের মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। যাক্, এইবার প্রস্তুত হও বালক!

কুশধ্বজ।—এক মুহূর্ত্ত, গুরুদেব! শুধু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন—আমি জন্মের মত আমার মাতাপিতাকে প্রণাম করে নিই।

(কুশধ্বজ মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই করযোড়ে অগ্নি কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া ভীতভাবে কহিল)

মা! মা! আমার যে ভয় কচ্ছে মা। কোথায় মা অভয়-

দায়িনি! কোথায় বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন! আমায় নির্ভয় কর বাবা, আমায় সাহস দাও, বল দাও, শক্তি দাও।

হে নারায়ণ! হে লক্ষ্মীনারায়ণ! আমার মাকে সান্ত্বনা দিও প্রভো।—মা, মা আমার! তুমি কি এতক্ষণে জানতে পেরেছ মা, যে তোমার কুশে, তোমার বড় আদরের কুশধ্বজ আজ কেমনভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে? মাগো! আমার পায়ে কাঁটা ফুটলে যে তুমি অস্থির হয়ে যেতে মা! কিন্তু আজ?—আজতো তুমি আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছ না।

রক্ষা! কে রক্ষা কর্ত্তে পারে?—রাজ্যের রক্ষক রাজা আজ আমাকে আগুনে আহুতি দিচ্ছেন; বিশ্বের রক্ষক স্বয়ং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীনারায়ণ আমাকে গ্রহণ কচ্ছেন, তবে কে আর আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পারে?

জয় বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। আমায় সাহস দাও বাবা! আমার যে বড্ড ভয় কচ্ছে। লক্ষ্মীনারায়ণ! আমায় গ্রহণ কর তুমি।

ওঁ ধ্যায়েৎ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ!
সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্,
কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ।

(কুশধ্বজ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করযোড়ে প্রণাম করিল এবং পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া কুলগুরুকে কহিল)

আমি যে নিজে পেরে উঠছি না গুরুদেব! কাউকে আদেশ করুন, আমাকে পেছন হতে ধাক্কা মেরে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিক্। আমি ততক্ষণ আমার দেবতাকে ডাক্‌তে থাকি।

কোথায়? কোথায় তুমি লক্ষ্মীনারায়ণ! আমায় সাহস দাও। তোমার কোলে স্থান দাও বাবা! আমায় গ্রহণ কর নারায়ণ! লক্ষ্মীনারায়ণ!—জয় লক্ষ্মীনারায়ণ!—

(কুলগুরুর ইঙ্গিতে হঠাৎ রাজভৃত্যগণ ধাক্কা দিয়া কুশধ্বজকে দৃষ্টির বহির্ভাগে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া দিল)

কুশধ্বজ।—(পড়িবার সময় ক্ষীণস্বরে) বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণ!

(কুশধ্বজ অদৃশ্য হইয়া গেল।)

নারায়ণ।—(নেপথ্যে) আয়রে বাপ্! বাপ্‌রে আমার!

(কুশধ্বজকে কোলে লইয়া নারায়ণের আবির্ভাব)

আমি যে সারাটি দিন শুধু তোরই জন্য এই আগুনের মাঝে বসে আছি বাপ্! ভয় কি! ভয় কিরে তোর কুশধ্বজ!

(সভাস্থ সকলেই বিস্মিত ও নির্ব্বাকভাবে পরস্পরের মুখের প্রতি তাকাইতে লাগিল।)

নারায়ণ !—(রাজার প্রতি) মহারাজ !
পরিপূর্ণ যজ্ঞ তব আজ
তৃপ্ত তব সর্ব্ব পিতৃকুল। যাহ ত্বরা
নিয়ে কুশধ্বজে পুত্রহারা জননীর পাশে।

(কুশধ্বজের প্রতি)

চাঁদের লাবনি মাখা বাছনি আমার,
ওরে ভক্ত শিশু কুশধ্বজ ! যাহ ত্বরা
জননীর বুকে। দরিদ্র কুটীর তব
সুখ হাসি সম্পদের অতুল বিভায়
গরবে উজল হোক্ করি আশীর্ব্বাদ !

(কুশধ্বজকে রাখিয়া নারায়ণের অন্তর্ধান)

যযাতি।—(ছুটিয়া আসিয়া) কুশধ্বজ ! একি আশ্চর্য্য ব্যাপার। সার্থক জনম তোমার বালক। ধন্য, ধন্য তুমি। ধন্য তোমার মাতা পিতা !

মন্ত্রী।—(কুশধ্বজকে কোলে লইয়া) এসো বালক ! মহারাজ ! অনুমতি করুন—বাপ মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে যাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম, আমিই আবার তাকে সেই বাপ মায়ের বুকে রেখে আসি।

কুলগুরু।—মহারাজ ! সারাজীবন যোগ তপ করেও

আমরা যার দেখা লাভ কর্ত্তে পারিনি, এই বালক কুশধ্বজ তা' অনায়াসে করেছে। এমন বালকের সংস্পর্শে আজ আমরা ধন্য আমাদের রাজসভা ধন্য এবং সমগ্র অযোধ্যাপুরী আজ পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।

(জনৈক প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী।—(অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! এই বালককে অন্তঃপুরে পাঠাবার জন্য মহারাণী অনুরোধ জানিয়েছেন।

রাজ পুরোহিত।—হাঁ মহারাজ! আজ সকলেই একে দেখবার জন্য, এর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আজ কারও আকাঙ্ক্ষাই অতৃপ্ত রাখা উচিত হবে না।

কুশধ্বজ। আমি মার কাছে যাব মহারাজ! মার জন্য আমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। দয়া করে আমাকে মার কাছে পাঠিয়ে দিন। মা বোধ হয় এতক্ষণে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে মাথা খুঁড়ে মরছেন।

যযাতি।—কোন ভয় নেই বাপ্! আমি এখনই তোমাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে রাণীর কাছে যেতে হবে, তারপর তুমি তোমার মায়ের বুকে হাসিমুখে ফিরে যাবে।

মন্ত্রী ।—ফিরে যাবে, কিন্তু নিয়ে যাব আমি। মৃত্যুর মুখে নিয়ে আসবার কালে এই হতভাগ্য বৃদ্ধ মন্ত্রী কাজে লেগেছিল ; সুতরাং মায়ের ছেলে মায়ের বুকে দেবার সময় তা' কাজে লাগবে না কেন ? আমিই তোমাকে নিয়ে যাব কুশধ্বজ ! আর বলে আসব তোমার বাপ্-মাকে, যে কেমন করে স্বয়ং নারায়ণ এসে তোমাকে অগ্নিকুণ্ড হ'তে তুলে রেখে গেছেন।—সেই ছোট্ট পাড়াটিতে আমি একটা আনন্দের তুফান, ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়ে আসব কুশধ্বজ !

মহারাজ ! আমাকে এ গৌরব হতে বঞ্চিত করবেন না। এই আমার শেষ অনুরোধ।

উজ্জ্বল দৃশ্য

(কুশধ্বজকে লইয়া ঋষিবালকগণের প্রবেশ ।)

(গান)

আয়রে কুশী, বেজায় খুসী,
মনটা সবার ভাই,
তোর পরশে আজকে মোরা
ধন্য হ'য়ে যাই ।
আয়রে সবাই দলে দলে,
ফুলের মালা পরাই গলে ;
চন্দনে আজ সাজাই ওরে—
বন্দনা ওর গাই ।

বয়সে ও সবার ছোট—
আজকে সবার বড়—
সাজাও ওরে রাজার সাজে,
পায়ে প্রণাম কর ।
ওরে কুশী এদিকে আয়
তোর নামে আজ পরাণ মাতায়
নরদেহে তুই অমর হলি
সন্দেহ তার নাই ।

(যবনিকা পতন)